প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা | জানুয়ারি, ২০২৪

ICMARD

সমবায় কথা

WBSCARDB

'ইকমার্ড' সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ত্রৈমাসিক মুখপত্র

"SAMABAY KOTHA" : A quarterly News Bulletin from ICMARD | Issue No. 1 | January 2024

প্রদীপ কুমার মজুমদার
ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী
পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর
এবং সমবায় দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার

Pradip K Majumdar
MINISTER-IN-CHARGE
Department of Panchayats &
Rural Development and
Department of Co-operation
Govt. of West Bengal

তাং ১৭/০১/২০২৪

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে 'ইকমার্ড' সমবায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পক্ষ থেকে 'সমবায় কথা' শীর্ষক একটি ত্রৈমাসিক 'নিউজ লেটার' প্রকাশিত হতে চলেছে জেনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। সমবায়ের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নানাবিধ সাফল্যের দৃষ্টান্ত আছে, অনেক সময় এইসব সাফল্যের কথা জনসমক্ষে আসে না। এই নিউজ লেটারের মাধ্যমে সমবায় ক্ষেত্রে আমাদের রাজ্যের সাফল্যের কথা তুলে ধরার ভাবনা একটি অবশ্যই প্রশংসনীয় উদ্যোগ এবং রাজ্যের মানুষের কাছে সমবায় সচেতনতা আরও বেশি করে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে, মানুষ সমবায় সংক্রান্ত বিষয়ে আরো বেশি করে অবহিত হবেন।

আশা করি 'ইকমার্ড' এই পত্রিকার গুণগত মান বজায় রেখে ধারাবাহিকভাবে এর প্রকাশনা চালিয়ে যাবে এবং পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তর জনসমাজকে সমবায় ক্ষেত্রের বৃহৎ কর্মযজ্ঞে সামিল হতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

'সমবায় কথা'-র সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

নমস্কারান্তে

প্রদীপ মজুমদার

প্রদীপ কুমার মজুমদার

ড. মইনুল হাসান
বিশেষ আধিকারিক
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় কৃষি
ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাঙ্ক লিমিটেড

P & RD Dept.: Mrittika Bhavan,
9th Floor, 18/9, DD Block, Sector-1, Salt Lake, Kolkata-700 064
Phone No. : (033) 2359-2005, E-mail : micprd2022@gmail.com
Co-operation Dept.: New Secritrate Buildings, 3rd Floor,
Block-C, 1, K.S. Roy Road, Kolkata-700 001
Phone No. (033) 2214-4001, (033) 2262-0097, Fax : (033) 2214-3441
E-mail : pstoministercoop@gmail.com

শুরু হলো পথ চলা

ড. মইনুল হাসান

আমাদের রাজ্যে দীর্ঘমেয়াদি ঋণদান সংস্থা বহু পুরনো সংগঠন। পূর্বে তা ল্যান্ড ব্যাঙ্ক হিসাবে পরিচিত ছিল। কেন্দ্রীয় ল্যান্ড ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক। পরে তার নাম পাল্টে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ষ্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার এন্ড রুরাল ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক হয়েছে। আমরা যাকে ওয়েবস্কার্ড ব্যাঙ্ক বলি।

কৃষকদের দীর্ঘমেয়াদি ঋণ দিতে রাজ্যে এটি সর্ববৃহৎ সংগঠন। নাবার্ড, রাজ্য সরকার সহ অনেক অর্থলগ্নীকারক সংস্থা রয়েছে এই প্রতিষ্ঠানের পিছনে। প্রতি বছর ঋণগ্রহীতার সংখ্যা বাড়ছে, মোট ২৪টি প্রাথমিক ক্ষেত্রে এই ব্যাঙ্ক আছে। মূলতঃ জেলা কেন্দ্রে। যদিও ২/৩টি জেলায় একাধিক ব্যাঙ্ক আছে। দার্জিলিং ও পুরুলিয়া রাজ্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত।

কৃষকদের ঋণ দেবার সাথে সাথে প্রশাসনিক প্রশিক্ষণ এই কেন্দ্র থেকে দেওয়া হয়। ইকমার্ড এমনই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। আমাদের রাজ্যে সমবায় ক্ষেত্রে সর্ববৃহৎ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। সমবায়ের সর্বস্তরের প্রশিক্ষণ এখানে হয়। এক বছরে কয়েক হাজার সমবায়ী কর্মী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়ে থাকেন। সমবায়ের সর্বস্তরের ডিরেক্টরদেরও ট্রেনিং দেওয়া হয়। সমবায়ের সামনে এই সময় বড় চ্যালেঞ্জ হল তাদের কর্মধারা বাড়ানো, জনমুখী করা, মানুষকে সহজে পরিষেবা দেওয়া। সেই কারণে কম্পিটিউটর চালু করতে হবে। রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় ইতিমধ্যেই ওয়েবস্কার্ড-এ আমরা সেটা শুরু করেছি। জেলাতেও এই কাজ চলছে। পরিষেবা দিতে এর বিকল্প নেই।

আমাদের প্রধান লক্ষ্য লগ্নী বাড়ানো, নতুন নতুন ক্ষেত্রে লগ্নী বাড়ানো। তাছাড়া আদায়ও বাড়াতে হবে। দুটোকে সমান গুরুত্ব দিয়ে না দেখলে প্রতিষ্ঠান বাঁচবে না। আমাদের বিশাল কর্মীবাহিনী, সমবায়ী বন্ধুগণ এসব জানেন। তবুও আর একবার এটা তাদের মনে করিয়ে দিলাম।

আমাদের সকল সমবায়ী, তিনি সরকারি বা অসরকারি যাই হোন না কেন তারা সবাই সাধারণ মানুষের সামান্য সঞ্চয় নিয়ে কাজ করেন। এখানে কোনরকম খারাপ মনোভাব বা ঘটনা যেন না হয় সেটা স্মরণ রাখতে হবে। সেজন্য নিয়মিত অডিট, হিসাব পরীক্ষা ইত্যাদি চালিয়ে যেতে হবে।

প্রত্যেকটা সমবায় প্রতিষ্ঠান প্রচুর জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকেন। আগ্রাসী প্রচার মাধ্যমে তার প্রচার নেই বললেই চলে। আমরা তাই ভাবলাম আমাদের থেকে একটা 'সমবায় কথা' প্রকাশ করবো—যাতে নিজেরা একে অপরের সঙ্গে ভালভাবে জানাবোঝা করতে পারি। একের সাফল্য অন্যের প্রেরণার উৎস হবে। সকলের মনে সমবায়ের আলোক শিখা জ্বলে উঠুক। এই ইচ্ছা থেকেই এমনতর উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। এই প্রথম এমন প্রচেষ্টা। আপনাদের ভালবাসায় তা আরও উজ্জ্বল হবে। ভাল থাকবেন, জয়তু সমবায়।

'সমবায় কথা'-য় সমবায় সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ খবর এবং আপনার প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের কথা লিখে পাঠান।
প্রশিক্ষণের বিষয়ে আপনার মতামত এবং চাহিদার কথা জানান।
ইকমার্ড গেস্টরুম এখন অনলাইন বুকিং করা যায়।
'সমবায় কথা'-য় আপনার প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।
পত্রিকা পাওয়া, লেখা পাঠানো, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের জন্য
যোগাযোগ করুন ঃ samabaykotha@gmail.com
Mobile : 8637093638, 9674995849
www.icmard.org

৭০তম নিখিল ভারত সমবায় উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে (১৪.১১.২০২৩) প্রকাশিত হলো ড. মইনুল হাসানের পুস্তক "সমবায় ঃ ভালোবাসার অপর নাম"।

সমবায় প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা

বিবেক সেন
অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক, অধ্যক্ষ, ইকমার্ড

সমবায়ের জগৎ নিশ্চল নয়।

যদিও সমবায়ের ধারণাটি খুবই সরল। পারস্পরিক সহযোগিতার সহজ সার্বজনীন ভাবনা। একই উদ্দেশ্যে যুথবদ্ধ মানবগোষ্ঠীর সম্মিলিত কর্মকাণ্ডই সমবায়। কিন্তু সমবায়ের বহিঃপ্রকাশ মানবসমাজের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে বহুধারায় বিকশিত হয়।

মানবসমাজে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রায় গণনাতীত। আর প্রতিটি ক্রিয়াকলাপই দাবী করে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক। অর্থনীতি বা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়া শুধুমাত্র হাতিয়ার আর যন্ত্রপাতির ওপর নির্ভর করে না। শ্রমসম্পর্ক সেখানে একটি প্রধান শর্ত। আর সেই সম্পর্কও প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। একটি সমবায় সমিতির জন্যও টিঁকে থাকার, শ্রীবৃদ্ধির ও সদস্যদের উন্নতির অন্যতম শর্ত নতুন প্রযুক্তি আর উদ্ভাবন গ্রহণ, শুধু যন্ত্রের ক্ষেত্রে নয়, মানবিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও।

উৎপাদনের প্রকরণ ও মাধ্যমের বিবর্তন মুক্ত অর্থনীতিতে খোলা বাজারের শক্তিগুলির মাধ্যমে হয়ে থাকে। সমবায় সমাজের ভেতর এই শক্তি সবসময় কার্যকরী নাও হতে পারে। তাছাড়া, সমবায়ে সরকারী সাহায্য এমন ভ্রমের জন্ম দেয় যেন সমবায় বাজারের চালিকাশক্তির প্রভাবের বাইরে। এই ধারণাগুলি সমবায়ের স্বাস্থ্য বিরোধী, এমনকি সমবায় আন্দোলনের ধারণার পরিপন্থী।

আধুনিক গণতন্ত্রে সমবায় ব্যবস্থা সরকারী এবং বেসরকারী উভয় পন্থার সাথেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। প্রযুক্তিগত ও আর্থিকভাবে এই দুই বিকল্প শক্তি সবসময়ই আমাদের চেয়ে এগিয়ে রয়েছে। যদি না আমরা নতুন কিছু করতে পারি, গ্রাহক সহযোগী পরিষেবার দিকে নজর দিতে না পারি সরকারী ও বেসরকারী এই দুটি বৃহৎ শক্তির চাকার নিচে আমরা পিষ্ট হয়ে যাব। বিলীন হয়ে যাওয়ার হাত থেকে সমবায় ব্যবস্থাকে বাঁচাতে আমাদের উদ্ভাবন আর গ্রাহক সুবিধার দিকে গভীর মনোযোগ দিতে হবে।

যে কোনো প্রশিক্ষণ হল একটি চলমান প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থার কর্মপ্রক্রিয়ার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সংস্থানবদ্ধ বর্ণনা। পৌরাণিক দেবতা জানুসের মতো এর দুটি মুখ, একটি অতীতের দিকে, অন্যটি ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে। তাই বর্তমানের সুবিধা-অসুবিধার সাথে ভবিষ্যতের জন্য সম্ভাবনা ও নতুন উদ্ভাবনকে মেলাতে হয় প্রশিক্ষণে, মেলাতে হয় তত্ত্ব আর প্রয়োগকে, ক্লাসঘরের সাথে মাঠের অভিজ্ঞতাকে, প্রশিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীকে। একটি সফল প্রশিক্ষণ উভয়মুখী কথোপকথন। আর সমবায় প্রশিক্ষণ যতটা টেবিলের দু'দিকের মধ্যে মতামত ধ্যান-ধারণার বিনিময়, ততটা উচ্চমঞ্চ থেকে ঘোষিত বাণী কখনোই নয়।

যাঁরা অভিজ্ঞ নন তাঁদের জন্য প্রশিক্ষণ চিন্তার নতুন মাত্রা সংযোজন করে, কাজের ক্ষেত্রকে চেনায়, ভবিষ্যতের পথকে চিহ্নিত করে। যাঁরা অভিজ্ঞ, ইতিমধ্যেই যাঁদের কাজ ও চিন্তায় নির্দিষ্ট পথরেখা চিহ্নিত হয়েছে, তাঁদের কাছেও প্রশিক্ষণ নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। প্রশিক্ষণ তাঁদের সেই সময় যখন তাৎক্ষণিক কোনো লক্ষ্যমাত্রা নেই, প্রতিদিনের চাপ নেই, অথচ তাঁর সৃষ্টি তাঁর সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজের কাজকে দেখতে পাচ্ছেন তিনি, ভিন্ন কোণ থেকে দেখতে পাচ্ছেন, দেখছেন তাঁর ত্রুটিগুলো, সম্ভাবনাসমূহ। ভাবতে পারছেন আর কোন দিকে যেতে পারেন আগামীকাল।

চামচ দিয়ে গিলিয়ে দেবার মতো কিছু শিখিয়ে দেওয়া নয়। ইকমার্ডের প্রশিক্ষণ শিবিরগুলিতে আমরা চেষ্টা করি—অংশগ্রহণকারীরা বিষয়গুলি নিজে থেকে দেখতে শিখুন, সমবায়ের নানান মাত্রা নিয়ে তাঁরা ভাবতে শিখুন—সাফল্যের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্ভাবনগুলি তাঁরা নিজেরাই করে নিতে পারবেন।

ইকমার্ডে অনুষ্ঠিত "আনুষঙ্গিক আইনসমূহ" সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন কার্ড ব্যাঙ্কের অংশগ্রহণকারীরা (অক্টোবর ৯-১১, ২০২৩)

নিমপীঠ কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ফিল্ড ভিজিট
বিষয় ঃ "কর্পোরেট গভর্ন্যান্স" (ডিসেম্বর ১২-১৫, ২০২২)

নদীয়া জেলার গোটরা সমবায় সমিতিতে প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত ফিল্ড ভিজিট।
বিষয় ঃ "কৃষি সমবায়কে বিবিধ পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা" (জানুয়ারি ১৭-২০, ২০২৩)

দীর্ঘমেয়াদি ঋণ—ঘুরে দাঁড়ানোই পথ

মনসিজ মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর, ওয়েবস্কার্ড ব্যাঙ্ক লি.

পশ্চিমবঙ্গের সমবায়ে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থা দীর্ঘদিন ধরেই নানারকম সঙ্কটে জর্জরিত। রাজ্যের কার্ড ব্যাঙ্কিগুলির অধিকাংশই বড় অঙ্কের লোকসান নিয়ে কোনমতে চলছে। মোট ঋণের প্রায় ৬০ শতাংশই খেলাপী, তার মধ্যে প্রায় ৮৫ শতাংশ এন.পি.এ. বা অনুৎপাদক ঋণের পর্যায়ে। এই মুহূর্তে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন—আগামীতে এই ব্যাঙ্কগুলি, তথা সামগ্রিকভাবে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ব্যবস্থা আদৌ চলবে কিভাবে?

এক কথায় এই প্রশ্নের কোনও সহজ উত্তর নেই। এর উত্তর খুঁজতে গেলে এই পশ্চাদপদতার মুখ্য কারণগুলির দিকে একবার ফিরে দেখা দরকার।

আমাদের ব্যাঙ্কগুলি প্রথম থেকেই যে সমস্যায় ভুক্তভোগী সেটা হল সঠিক ঋণগ্রহীতা নির্বাচন করা। বিশেষতঃ নন-ফার্ম ঋণগুলির ক্ষেত্রে এই সমস্যা খুবই প্রকট। প্রস্তাবিত ঋণগ্রহীতার ঋণ গ্রহণ-যোগ্যতা যাচাই করা, তার প্রকল্পের প্রযুক্তিগত ও আর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ করে দেখা, বিশেষ কোনও জটিলতায় প্রকল্প ব্যর্থ হলে ঋণ পরিশোধের সম্ভাব্যতাগুলি পর্যালোচনা করে দেখা—পাশাপাশি যথাসম্ভব হয়রানিমুক্ত পদ্ধতিতে কম সময়ের মধ্যে গ্রাহকের কাছে ঋণ পৌঁছে দেওয়া—দুটি ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় পেশাদারি দক্ষতা আমাদের কিন্তু কর্মী তথা লোন অফিসারদের নেই। সেটা আমরা তৈরি করে উঠতে পারিনি। কিন্তু সে উদ্যোগ নিতে হবে। এই ক্ষেত্রে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক শংশিত কিছু পেশাদার ক্রেডিট কার্ডসেলর এর সহায়তা গ্রহশ করা যায় কিনা সেটা আমাদের ব্যাঙ্ক চিন্তা-ভাবনা করছে।

কার্ড ব্যাঙ্কগুলির আমানত সংগ্রহ আর এক সমস্যাবহুল জায়গা। সাধারণ একটি গ্রামীণ কৃষি সমবায়ের আমানত সংগ্রহে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অনুমোদন থাকলেও দীর্ঘমেয়াদি ক্ষেত্রের জেলা ব্যাঙ্কগুলিতে সে অনুমোদন এখনো মেলেনি। ফলতঃ আমানতের পরিমাণ যেমন খুবই কম, তেমনি অত্যাধুনিক ব্যাঙ্কিং পরিষেবার অভাবের কারণে গ্রাহকরাও এখানে একাউন্ট খুলতে উৎসাহী হন না। অপরদিকে অন্যান্য ব্যাঙ্কের মতো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত CIBIL, Equifax প্রভৃতি ক্রেডিট রেডিং কোম্পানিগুলির পোর্টালে আমাদের ঋণগ্রহীতার বিবরণ আপলোড করা সম্ভব হয় না। ফলে আমাদের খেলাপি ঋণগ্রহীতাগণ অন্য ব্যাঙ্ক থেকে সহজেই ঋণ নিয়ে নিতে পারে।

যাইহোক, সমস্যা দীর্ঘদিনের, তার ব্যাপ্তিও অনেক। উন্নত গ্রাহক পরিষেবা, শীর্ষ ব্যাঙ্কের সাথে লেনদেনের সাথে অভ্যন্তরীণ হিসাবপত্রের পরিচ্ছন্নতা—উভয় মিলেই আমাদের ঘুরে দাঁড়াতে হবে। এটাও মনে রাখতে হবে—একা একা এই ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব নয়— চাই সমবেত প্রয়াস এবং শীর্ষ ব্যাঙ্কের নেতৃত্বেই সেটা একমাত্র সম্ভবপর।

সাফল্য কথা

দীর্ঘ প্রতিকূলতা অতিক্রম করে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তমলুক কার্ড ব্যাঙ্ক

১৯৬৭ সালে যাত্রা শুরু করে ধারাবাহিক সাফল্যের সাথে চলতে চলতে বড় বড় দুটি ধাক্কা—নব্বইয়ের দশকে অনভিজ্ঞতার কারণে বিপুল পরিমাণ অকৃষি ঋণ এবং ২০০৮ সালে সারা দেশে ঋণ মকুবের ঘোষণা। আর পাঁচটা কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কের মতোই তমলুক কার্ড ব্যাঙ্কেরও দিশেহারা বেহাল অবস্থা। ইচ্ছাকৃত এবং অনিচ্ছাকৃত খেলাপি ঋণের বোঝা বাড়তে বাড়তে ২০১৩-১৪ সালে পুঞ্জীভূত লোকসানের পরিমাণ ১৬ কোটি টাকা অতিক্রম করে গেল। এইরকম আর্থিক পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়ানো আদৌ কি সম্ভব? এই অসম্ভবের সম্ভাবনাকে মিথ্যা প্রমাণ করে আক্ষরিক অর্থেই এই ব্যাঙ্কটি ঘুরে দাঁড়িয়েছে—২০২২-২৩ সালে সমস্ত লোকসান অতিক্রম করে এই ব্যাঙ্কের লাভ দাঁড়িয়েছে ২.৩১ কোটি টাকা।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলার তমলুক এবং হলদিয়া এই দুইটি মহকুমা জুড়ে তমলুক কার্ড ব্যাঙ্কের কর্মক্ষেত্র। একটি দুটি করে বর্তমানে শাখার সংখ্যা নয়টি। অন্যান্য চাষবাসের পাশাপাশি এই এলাকায় প্রধান অর্থকরী কৃষি হচ্ছে পানবরজের চাষ। প্রধানতঃ পানবরজ, তার সঙ্গে মাছের চাষ, পশুপালন ইত্যাদি ক্ষেত্রেই কৃষকদের ঋণ প্রদান চলে আসছিল। নব্বইয়ের দশকে নাবার্ডের গাইডলাইনে খুলে যায় নন-ফার্ম অর্থাৎ অকৃষিক্ষেত্রে ঋণের দরজা। ট্রাক্টরের পাশাপাশি ট্রাক, নানাবিধ ক্ষুদ্রশিল্প, গৃহনির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে বহুল পরিমাণে ঋণ দেওয়া শুরু হল। ওয়েবস্কার্ডের মারফৎ নাবার্ড থেকে রিফাইনান্স চলে আসে কোনও জটিলতা ছাড়াই। কিন্তু কর্মীদের অকৃষিক্ষেত্রে ঋণের সিকিউরিটি এবং প্রযুক্তিগত অন্যান্য আধুনিক পূর্ব অভিজ্ঞতা না থাকায় অল্পদিনের মধ্যেই ব্যাঙ্ক বিপুল পরিমাণ এনপিএ'র সম্মুখীন হয়ে পড়ল। তৎকালীন অপরিণাম-দর্শিতার কারণে এমনও হয়েছে—শুধু ব্লু-বুকের কপি আর ডুপ্লিকেট চাবি ফাইলে রেখেই ট্রাকের ঋণ দেওয়া হয়ে গিয়েছে। নতুন শতাব্দীতে এসে ত্রুটি-বিচ্যুতি সামলে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা শুরু হতে না হতে সামনে এসে গেল আরেক বিশাল ধাক্কা—২০০৮ সালে কৃষিঋণ মকুবের ঘোষণা হল। ঋণের দায়ে জর্জরিত কৃষককে সহায়তা করা—উদ্দেশ্য মহৎ হলেও বাস্তবে এই ঘোষণা ঋণী কৃষকদের মধ্যে ব্যাপক বিভ্রান্তি এবং ক্ষোভের সৃষ্টি করে। যারা খেলাপি তারা পুরস্কৃত হল, কিন্তু যারা সততার সহিত লেনদেন করল তারা হল বঞ্চিত—এই প্রচারে ব্যাঙ্কের আদায় স্বাভাবিকভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত হল যথেষ্ট। এনপিএ এসে দাঁড়ালো ৪৭ শতাংশে।

আবার ঘুরে দাঁড়ানোর পালা। মামলা-মোকদ্দমার আইনি প্রক্রিয়া তো আছেই, কিন্তু মুখ্য ভূমিকা হল মানুষের কাছে পৌঁছানো, তাদের বোঝানো। কাজটি সহজ নয়, কিন্তু এছাড়া কার্যকরী ভালো বিকল্পও নেই। নতুন ঋণ না দিলে পুরনো ঋণ আদায় হবে না—সুতরাং যথাসম্ভব কম জটিলতায় ঋণপ্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হল। ২০০০ সালের ২৩ কোটি টাকা ঋণ ২০২৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ১৬১ কোটি টাকায়। আর বলা বাহুল্য—অকৃষিতে নয়, ফোকাস দেওয়া হয়েছে কৃষিক্ষেত্রেই। একসময়ের ৪২ শতাংশ এনপিএ বর্তমানে নেমে এসেছে ১৩ শতাংশে।

বাধা বিস্তর, কিষাণ ক্রেডিট কার্ডে কৃষক ৭ শতাংশ সুদে ঋণ পায়, আরও ৩ শতাংশ সরকারি ভর্তুকি আসে। কিন্তু কার্ড ব্যাঙ্কে তাকে এখনো ১১ শতাংশ সুদ দিতে হয়। অন্য ব্যাঙ্কের মতো সেভিংস ও লোন একাউন্টে এখানেও ডিজিটাল পরিষেবা দেওয়া যায় না। তবু তমলুক কার্ড ব্যাঙ্ক এই দুরূহ দূরত্ব অতিক্রম করতে এসেছে—শুধুমাত্র ধারাবাহিক জনসংযোগ এবং যথাসম্ভব কম জটিলতায় গ্রাহক কৃষকের কাছে ঋণ পৌঁছে দেওয়া—এখন সেটাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। নানান ঘাত-প্রতিঘাতের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা এসেছে। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং তার পাশাপাশি রেঞ্জ অফিসের প্রশাসনিক সহযোগিতা—দুইয়ে মিলেই এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে সাফল্যে পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে।

(তথ্যসূত্র ঃ **শ্রী পুলক গায়েন**, মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক, তমলুক কার্ড ব্যাঙ্ক)

List of Primary Co-operative Agriculture and Rural Development Banks in the State

Arambagh Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03211-255126, Email : arambaghcardb@gmail.com
CEO :

Alipurduar Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03564-255277, Email : apdardb@gmail.com
CEO :

Burdwan Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 0342-2662390/5712
Email : bardhamanardb@gmail.com
CEO :

Dakshin Dinajpur Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03522-258801/255382
Email : dddcardb_blg@rediffmail.com
CEO :

Bankura Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03242-250254/257287,
Email : bankuraardb@gmail.com
CEO :

Birbhum Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03462-255445, Email : birbhumcardb@gmail.com
CEO :

Cooch Behar Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03582-222260, Email : cbcardb@gmail.com
CEO :

Contai Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03220-255184/255158
Email : contaicardbltd@gmail.com
CEO :

Ghatal Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03225-244907/908/244909
Email : ghatalcardb@gmail.com
CEO :

Hooghly Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 033-26802131, Email : hooghlyarbbank@gmail.com
CEO :

Howrah Dist. Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 2661-0301, Email : howrahdistardbltd@gmail.com
CEO :

Malda Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03512-252402/251323, Email : mcardbl@gmail.com
CEO :

South 24 Paraganas Dist.Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 2440-7232/0776, Email : 24pscardbl@gmail.com
CEO :

Tamluk Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03228-266011/266498, Email : tcardbank@gmail.com
CEO :

Jalpaiguri Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03561-230748/228121
Email : jalpaiguri.cardbank@gmail.com
CEO :

Jhargram Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03221-255169, Email : jcardb@gmail.com
CEO :

Katwa-Kalna Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03453-255138, Email : kkcardb@gmail.com
CEO :

Kandi Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03484-255274, Email : kandicardb1973@gmail.com
CEO :

Midnapore Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03222-275270/266950/266942
Email : mcardb_admn@redffmail.com
CEO :

Murshidabad Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03482-250534/250844
Email : murshidabadardb@gmail.com
CEO :

Nadia Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03472-252247/252147
Email : nadiacardbank@yahoo.com
CEO :

North 24 Paraganas Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 033-2552-3437, Email : north24pgs.ardb@gmail.com
CEO :

Raiganj Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03523-242295/291048, Email : rcardb@gmail.com
CEO :

Rampurhat Co-operative Agriculture & Rural Development Bank Ltd.
Phone : 03461-255184, Email : rampurhatcardb@gmail.com
CEO :

সমবায়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী ঃ এক নিঃশব্দ বিপ্লব

ইনাস উদ্দীন
অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সমবায় নিবন্ধক এবং ফ্যাকাল্টি সদস্য, ইকমার্ড

"একা একা নিজের পায়ে দাঁড়ানো যায় না, দাঁড়াতে হয় সমবেত ভাবে"—এই নীতিকে সামনে রেখে ভারতবর্ষে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী আন্দোলন তিরিশ বছর অতিক্রম করে গেল। দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচি তথা নারীর ক্ষমতায়নের নিরিখে এই আন্দোলন সারা বিশ্বেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বিভিন্ন মডেল ও ধারায় এদেশে পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে গোষ্ঠী গঠন ও প্রতিপালন চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগ ও আর্থিক আনুকূল্যে মুখ্য ধারায় চলছে এন.আর.এল.এম বা জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশনের অন্তর্গত ব্লক ও পঞ্চায়েত প্রশাসনের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় গঠিত ও প্রতিপালিত গোষ্ঠী সমূহ—এ রাজ্যে যার সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। অপরদিকে পাশাপাশি চলছে কৃষি সমবায় ও মহিলা ঋণদান সমবায়গুলির দ্বারা গঠিত গোষ্ঠীসমূহ—রাজ্যে তাদের সংখ্যাও ২ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই ক্ষেত্রে সাধারণ দরিদ্র মেয়েদের দ্বারা সঞ্চয়কৃত অর্থের পরিমাণ প্রায় হাজার কোটি টাকা (বিগত বছরের শেষে ৯.৩০ কোটি)। মেয়েদের নেওয়া ঋণের পরিমাণ ১৭০০ কোটি টাকা। বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে হাতের কাজ শিখে আংশিক রোজগার, একক বা যৌথ উদ্যোগে ছোটখাটো ব্যবসার মাধ্যমে স্বনির্ভরতা—অনেক বিষয়েই এই রাজ্যে সমবায়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর মেয়েদের যথেষ্ট অগ্রগতি ঘটেছে। জেলা কিংবা রাজ্যস্তরে বিভিন্ন মেলায় মেয়েরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য নিয়ে অংশগ্রহণ করছে। সব মিলিয়ে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী আন্দোলন সাধারণ ঘরের পশ্চাৎপদ মহিলাদের মধ্যে একটা আর্থ-সামাজিক উত্তরণ ঘটাতে সক্ষম হয়েছে সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। তবু বলতে হবে—এখনো অনেক পথ বাকি। গত ৩০ বছরের এই আন্দোলনে মহিলাদের স্বনির্ভরতা যে স্তরে উন্নীত হওয়ার প্রত্যাশা ছিল—আমরা সেখানে পৌঁছাতে পারিনি।

শুরু থেকেই বিভিন্ন মডেলে গঠিত স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটা বৈষম্যের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে, উপযুক্ত সমন্বয় গড়ে তোলা যায়নি—সেটা একটা দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। কেন্দ্রীয় সরকারের আনন্দধারা প্রকল্পের অধীন গোষ্ঠীগুলিকে নিয়ে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতে একটি করে সংঘ-সমবায় তৈরি হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে এইসব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এখনো সমবায় সম্পর্কে বিশেষ চেতনা বা ধ্যান-ধারণা তৈরি হয়নি। ফলে সমবায়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে নানারকম ঝুট-ঝামেলা লেগেই আছে। আনন্দধারার পক্ষ থেকে এইসব গোষ্ঠীর নেত্রীদের জন্য সমবায় পরিচালনা এবং আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে অনেক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবু কৃষি সমবায়ের গোষ্ঠী এবং পঞ্চায়েতের মাধ্যমে আনন্দধারার গোষ্ঠীর মধ্যে চরিত্রগত তফাৎটা থেকেই গিয়েছে। গ্রামীণ স্তরে এই দুই ধরনের গোষ্ঠীর মহিলাদের মধ্যে ঈর্ষা ও রেষারেষি চলতেই থাকে, যেটা মোটেও কাম্য নয়। আমাদের আশু কর্তব্য—এই দুই ধরণের গোষ্ঠীর মধ্যে একটা যৌথবদ্ধতার পরিবেশ গড়ে তোলা—সেটাই সমবায়ের অন্যতম মূলনীতি।

অনেকেই প্রশ্ন তোলেন—এই যে এত গোষ্ঠী তৈরি হয়েছে, মেয়েরা তাতে কতটা স্বনির্ভর হতে পেরেছে? দুই লক্ষ গোষ্ঠী মানে প্রায় ২০ লক্ষ মহিলা। এদের মধ্যে কতজন নিজস্ব উদ্যোগে কিছু রোজগার করতে পারে? এই প্রশ্নের পিছনে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী সম্পর্কে ধারণাগত একটা বিভ্রান্তি বা জটিলতা কাজ করে—এই গোষ্ঠীর মেয়েরা আদৌ কী কাজ করে? আসলে আমাদের গড়পড়তা ধারণা হলো যে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠী মানেই মেয়েরা ঋণ নিয়ে কিছু ব্যবসা করবে, হাতেকলমে কিছু কাজ করবে, যাতে তার নিজস্ব কিছু রোজগারপাতি হয়। আমরা খেয়াল করি না যে একটি গ্রামের সব মহিলাই ব্যবসা করবে, কিছু উৎপাদন করবে এবং রোজগার করবে—সেটি মোটেও স্বাভাবিক বা বাস্তবসম্মত নয়। অনেক গৃহবধুর পক্ষেই ঘর-সংসার সামলে কোনও অর্থনৈতিক প্রকল্পের সাথে যুক্ত হওয়া সম্ভবপর হয় না। হয়তো এই মুহূর্তে তার অতটা চাহিদাও নেই। তাহলে সে গোষ্ঠী কেন করবে? ঋণ নিয়ে সে কী কাজে লাগাবে? সেই তো স্বামীর সংসারেই শেষমেষ টাকাগুলো তাকে দিয়ে দিতে হচ্ছে!

গত ২০-২৫ বছরে গোষ্ঠীর মহিলাদের নিয়ে সামগ্রিকভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বোঝা যায় যে, সে নিজে ব্যবসা করুক বা না করুক—এই প্রক্রিয়ার মধ্যে থাকার ফলে একজন সাধারণ গৃহবধুর ভেতরেও একটা সামাজিক এবং মানসিক উত্তরণ ঘটে। সেটার মূল্যও খুব একটা কম নয়। যে মহিলা স্বামীর সংসারে দরকারের সময় টাকার যোগান দিতে পারে, সংসারে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা অনেকটা যে বেড়ে যাবে সে কথা বলাই বাহুল্য। এটাকে নারীর ক্ষমতায়নের একটা দিক হিসাবে আমরা ভাবতেই পারি। এছাড়া কাছে কিংবা দূরে বিভিন্ন জায়গায় মেয়েদের নিয়ে মিটিং, আলোচনা সভা ইত্যাদির মাধ্যমে সেই মহিলার মধ্যে একটা আত্মবিশ্বাসের সঞ্চার হয়, একটা সম্মিলিত শক্তির অনুভূতির সৃষ্টি হয়—যেটাকে আর্থিক রোজগারের নিরিখে খুব যে কম গুরুত্বপূর্ণ তা বলা যাবে না। আমাদের রাজ্যে দশ লক্ষ গোষ্ঠী মানে এক কোটি মহিলা—এক বিশাল নারী শক্তি। সবচেয়ে বড় কথা—এই বিশাল সংখ্যক মহিলাদের সংযুক্ত করার জন্য সমবায়ের মধ্যে একটি উৎকৃষ্ট নেটওয়ার্ক আছে। পরিকল্পিতভাবে উদ্যোগ নিলে এই বিশাল শক্তির মধ্যে একটি সমন্বয় ঘটানো খুব একটা অসম্ভব ব্যাপার নয়। এই জেলা থেকে ওই জেলা—গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে পরিচিতি, তাদের মধ্যে সংযোগ—একটা বৈপ্লবিক উত্তরণ ঘটিয়ে দিতে পারে বৈকি।

কৃষি সমবায়কে বিবিধ পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার প্রশিক্ষণে আগত অংশগ্রহণকারী ও প্রশিক্ষকরা (জানুয়ারি ১৭-১৯, ২০২৩, ইকমার্ড)

এক ঝলকে ২০২৩ সালে ইকমার্ড আয়োজিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচী

৭০তম নিখিল ভারত সমবায় উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে (১৪.১১.২০২৩) প্রকাশিত হলো ড. মইনুল হাসানের পুস্তক "সমবায় ঃ ভালোবাসার অপর নাম"।

বর্ধমান কার্ড ব্যাঙ্কের স্বনির্ভর গোষ্ঠী সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৪৫ দিন ব্যপী "উন্নততর সেলাই প্রশিক্ষণ" (জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর, ২০২৩)

"ঋণ পূর্ব ও পরবর্তী নথিবদ্ধকরণ এবং গ্রাহক মূল্যায়ন" সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ শিবিরে বিভিন্ন কার্ড ব্যাঙ্কের অংশগ্রহণকারী, প্রশিক্ষক ও ইকমার্ডের অধ্যক্ষ শ্রী বিবেক সেনের সাথে ওয়েবস্কার্ড ব্যাঙ্কের বিশেষ আধিকারিক মাননীয় মইনুল হাসান ও মুখ্য অধিকর্তা শ্রী মনসিজ মুখোপাধ্যায় (৫-৭ জুন, ২০২৩)

হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকে ইকমার্ড আয়োজিত হুগলি কার্ড ব্যাঙ্কের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যাদের ৩০ দিন ব্যপী সেলাই শিক্ষণ শিবির (নভেম্বর ২০২৩ থেকে জানুয়ারি ২০২৪)

কালচিনির মধুবাগান চা বাগানে ইকমার্ড আয়োজিত ৩০ দিন ব্যপী সেলাই প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা (এপ্রিল-মে, ২০২৩)

২০২৩-২০২৪ : প্রশিক্ষণে ইকমার্ডের নতুন ভাবনার বছর

সঞ্চারী মিত্র
ফ্যাকাল্টি সদস্য

বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের সর্বাঙ্গীণ প্রচেষ্টা ছিল ইকমার্ডে প্রশিক্ষণের পরিধিকে শুধুমাত্র ক্রেডিট কো-অপারেটিভের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে সব ধরণের সমবায়ের প্রয়োজন অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা করার। ২০১৮ সাল থেকে সমবায়ের কর্মচারী, আধিকারিক ও পরিচালকদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণ ছাড়াও ইকমার্ড স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণের ওপর কাজ করে চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমবায় দপ্তর এই বিষয়ে আর্থিক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক সাহায্য প্রদান করতে এগিয়ে এসেছে। এর জন্য আমরা তাঁদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

২০২৩-এর শুরুতে প্রতি বছরের মতো ইকমার্ডের বাৎসরিক নির্ঘন্ট তৈরি করার আগে প্রশিক্ষণের টার্গেট গ্রুপগুলিকে একটি ট্রেনিং নীড অ্যাসেসমেন্ট ওয়ার্কশপে আহ্বান করা হয়। নাবার্ডের আর্থিক আনুকূল্যে ১০ মার্চ, ২০২৩ Training Need Assessment Workshop হয়। আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ১০টি প্রাইমারি কার্ড ব্যাঙ্ক, ৫টি রেঞ্জ ও ৩টি হোলসেল কনজিউমার কোঅপারেটিভ ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক ও সমবায় দপ্তরের আধিকারিকরাও আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সবার সম্মিলিত সহযোগ ও মতামত আমাদের এই বছরের প্রশিক্ষণ নির্ঘন্ট তৈরিতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

এই বছর সমবায় দপ্তরের আর্থিক আনুকূল্যে ইকমার্ড থেকে জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত মোট ৪১টি এবং নাবার্ডের সহায়তায় ১টি প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা সম্ভব হয়েছে।

দীর্ঘমেয়াদী ঋণক্ষেত্রের জন্য সংগঠিত প্রশিক্ষণ :

জানুয়ারি ২০২৪ পর্যন্ত প্রাথমিক কার্ড ব্যাঙ্কের কর্মচারী তথা আধিকারিকদের জন্য মোট ১১টি ও ওয়েবস্কার্ড ব্যাঙ্কের কর্মচারী তথা আধিকারিকদের জন্য মোট ৩টি প্রশিক্ষণ সংগঠিত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণগুলির সময়কাল ছিল ১ থেকে ৩ দিন। কার্ড ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে এবং তাদের সর্বাধিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে বেশ কিছু প্রশিক্ষণ শিবির পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সংগঠিত করা হয়। মূলত দুটি বিষয় এই 'অন লোকেশন' প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে।

১) Basic Accounting Procedure — ৩ দিনের এই প্রশিক্ষণ শিবিরটি হয় কাঁথি কার্ড ব্যাঙ্কের কর্মচারীদের জন্য তাদেরই সদর দপ্তরে (মে ১০-১২, ২০২৩)। একজন সাধারণ সমবায়-কর্মীকে হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ে পারদর্শী করে তোলাই এই প্রশিক্ষণটির মূল উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গ সমবায় অডিট ডিরেক্টরেটের আধিকারিকবৃন্দ এক্ষেত্রে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন।

২) Customised Workshop on Modern Recovery Measures in Cooperative Banks including PCARDBs with emphasis on Sale Case, Auction & Dispute Case — ২ দিনের "কাস্টমাইজড্" এই ওয়ার্কশপটি পরিকল্পনা করা হয় কার্ড ব্যাঙ্কগুলির আশু প্রয়োজনের কথা ভেবে, যাতে ঋণ আদায়ের আইনি পদ্ধতি ও প্রকরণ সম্পর্কে তাদের স্পষ্ট ধারণা তৈরি হয়। এবছর ৫টি কার্ড ব্যাঙ্ক ও ১টি ডিসিসিবি-কে নিয়ে মোট ৪টি প্রোগ্রাম হাওড়া, কাটোয়া, ঝাড়গ্রাম ও কোচবিহারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমাদের অতিথি প্রশিক্ষকদের সর্বাঙ্গীণ সাহায্য এক্ষেত্রে ছিল যথেষ্ট প্রশংসনীয়।

এছাড়াও ইকমার্ডের পরিসরে মোট ৫টি প্রোগ্রাম আয়োজিত হয়েছে।

বিশেষ প্রকল্পভিত্তিক ঋণদাদনের জন্য কিভাবে প্রকল্পের অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত মূল্যায়ন করতে হয়, কী ধরনের নথি সংগ্রহ ও তাদের সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের প্রয়োজন পড়ে—তার আলোচনা করার জন্য ইকমার্ড থেকে ২০২৩ বর্ষে নিম্নবর্ণিত তিনটি প্রোগ্রাম স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হয়। ইকমার্ডের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে এই তিনটি প্রোগ্রাম অগ্রাধিকার পায়।

১) Appraisal of Animal Husbandry Projects — এপ্রিল ২৭-২৯, ২০২৩

২) Appraisal of Horticulture Projects — মে ১০-১২, ২০২৩

৩) Pre & Post Loan Documentation including Borrower Appraisal-(Farm– Non-Farm, Housing) — জুন ৫-৭, ২০২৩

প্রোগ্রামগুলিতে সর্বমোট ৮১ জন কার্ড ব্যাঙ্ক কর্মী অংশগ্রহণ করেন। তিনটি প্রোগ্রামই পরে বার্ড, লখনৌ-এর অনুমোদন পায়।

রাজ্যের সমবায় সমিতির মাননীয় নিবন্ধকের আগ্রহে ৩ অক্টোবর ইকমার্ডে অনুষ্ঠিত হয় একটি সার্বজনীন কর্মশালা। বিষয় ছিল "Income Tax & GST Related matters Applicable to Cooperatives"। কর্মশালায় সমস্ত কার্ড ব্যাঙ্কের ট্যাক্স বিষয়ের নোডাল অফিসার ও সমবায় রেঞ্জগুলির নিয়ামকসহ মোট ৬২ জন সাগ্রহে অংশগ্রহণ করেন।

কার্ড ব্যাঙ্কের জন্য বছরের পঞ্চম 'ইন হাউস' প্রোগ্রামটি করা হয় অক্টোবর মাসের ৯ থেকে ১১ তারিখ। তিন দিনের এই প্রোগ্রাম-এর বিষয়বস্তু ছিল "Allied Laws applicable to Cooperatives and their inter-relation with WBCS Act"। সমবায় সংস্থার বিভিন্ন প্রয়োজনে Indian Contract Act, Evidence Act, Transfer of Property Act, Land & Land Reforms Act ইত্যাদি আইন, যেগুলি নিয়মিত ব্যবহৃত হয়, সেগুলিকে এই প্রশিক্ষণের আলোচনার আওতায় আনা হয়।

বছরের শুরু থেকেই ইকমার্ডের অন্যতম লক্ষ্য ছিল মানবসম্পদ উন্নয়ন ও তার যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে সমবায় ক্ষেত্রে বেশ কিছু নতুন প্রশিক্ষণের আয়োজন করা। আমাদের মনে হয়েছিল সমবায়ের আইনগত ও প্রক্রিয়াগত দিকগুলির পাশাপাশি মানবসম্পদের কার্যকরী ব্যবহার ও পারস্পরিক যোগাযোগের বাধাগুলি অতিক্রম করার জন্য ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ এই ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এই উদ্দেশ্য নিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সাংগঠনিক ব্যবহারের বিবিধ প্রসঙ্গ ও প্রণালীকে অন্তর্ভুক্ত করে "Efficient Management Practices" শীর্ষক একটি প্রশিক্ষণসূচী স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা হয়। নাবার্ডের অর্থানুকূল্যে গত ১৮-২০ জানুয়ারি, ২০২৪ উক্ত প্রশিক্ষণটি ইকমার্ডে সাফল্যের সাথে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ওয়েবস্কার্ড ব্যাঙ্ক কর্মীদের প্রশিক্ষণ :

"Business English Writing" ওয়েবস্কার্ডের কর্মীদের নিয়ে মে মাসে ১৯ দিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণটিতে ব্যবহারিক ইংরাজি গ্রামার, চিঠি ও ফাইল নোট লিখন পদ্ধতি শেখানো হয়। জুন মাসের ২১ ও ২২ তারিখে ওয়েবস্কার্ড ব্যাঙ্কের অনুরোধে দ্বিতীয় শিবিরটি আয়োজিত হয় কার্ড ব্যাঙ্কগুলি পরিদর্শন ও রিপোর্ট পেশ করার প্রণালী সংক্রান্ত আলোচনার জন্য। এই শিবিরের আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিদর্শনের যাবতীয় ফর্ম্যাট চূড়ান্ত করা হয়।

অন্যান্য সমবায়ের জন্য প্রশিক্ষণ :

কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক, কৃষি সমবায় সমিতি, আবাসন সমবায়, পাইকারি উপভোক্তা সমবায় ও মহিলা সমবায় সমিতিগুলির সুবিধার্থে ২০২৩ এ মোট ৮টি প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়েছে। বিষয়গুলি নিম্নরূপ।

মহিলা সমবায় সমিতির ব্যবসা বৃদ্ধি পরিকল্পনার (Business Development Plan) প্রশিক্ষণ হয় ১৮-২০ মে ইকমার্ডে। বিডিপি তৈরি ও তার প্রয়োগ ছিল আলোচ্য বিষয়। পরবর্তীকালে ঋণ মূল্যায়ন ও আদায় নিয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয় ডিসেম্বরের ১১-১৩ তারিখে (Appraisal of Loan and Recovery Measure of Women Credit Cooperative Societies)। প্রশিক্ষণটিতে মত বিনিময়কালে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উঠে

আট পৃষ্ঠায় ▸▸

প্রথম বর্ষ : প্রথম সংখ্যা | জানুয়ারি, ২০২৪
সমবায় কথা

সাত পৃষ্ঠার পর ▶▶ ইকমার্ডে ২০২৩-২০২৪ : প্রশিক্ষণে নতুন ভাবনার বছর

আসে। মহিলা সমবায় সমিতিগুলির ঋণদাদন ও আমানত সংক্রান্ত একটি সার্বজনীন নির্দেশিকা তথা সাধারণ ফর্মাটের একান্ত প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। মাননীয় সমবায় নিবন্ধকের কাছে বিষয়টি তুলে ধরার জন্যও অনুরোধ আসে। এই বিষয়ে ইকমার্ড-এর পক্ষ থেকে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা ভাবনা চিন্তা চলছে।

আবাসন সমবায় ফেডারেশনের কর্মীদের জন্য Transfer of Property Act প্রসঙ্গে একটি কর্মশালার ব্যবস্থা করা হয় মে মাসের ২২ ও ২৩ তারিখ।

পাইকারি উপভোক্তা সমবায়গুলির শীর্ষ আধিকারিকদের নিয়ে নভেম্বরের ২৯ ও ৩০ তারিখে GeM portal-এ ক্রয় ও বিক্রয় করার পদ্ধতির ওপর প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়।

উত্তরবঙ্গ আঞ্চলিক সমবায় অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন সমবায়ের কর্মীদের নিয়ে ৩টি প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হয়েছে মে, সেপ্টেম্বর ও নভেম্বর মাসে। বিষয় ছিল 'প্যাক্সকে মাল্টি সার্ভিস সেন্টারে' পরিণত করার ভাবনা ও পদ্ধতি।

সমবায় ডিরেক্টরেটের বিভিন্ন রেঞ্জের জন্য প্রশিক্ষণ :

সমবায় দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন রেঞ্জের কর্মী ও আধিকারিকদের জন্য ২০২৩ সালে ইকমার্ডে দুটি, পশ্চিমাঞ্চলে ১টি ও উত্তরবঙ্গে ১টি শিবির আয়োজিত হয়েছে। বিষয়গুলি নিম্নরূপ।

১) Arbitration of Disputes – 15-16 May, ICMARD

২) Accounting Parameters for Enquiry of Cooperatives – 1-3 August, ICMARD

৩) Election, Accounting and Inspection of Cooperative Societies – 29-30 November, Coochbehar

৪) Legal Measures for Recovery of Loans in Credit Cooperative – 18-20 December, Purulia

কারিগরি ও পরিষেবা প্রদানের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ :

এক বিশেষ প্রকারের সদস্য নিয়ন্ত্রিত ব্যবসায়িক সংস্থা হওয়ার সুবাদে সমবায়ের অন্যতম দায়িত্ব তার সদস্য ও পারিপার্শ্বিকের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি। সেই উদ্দেশ্যে সমবায়ীদের রোজগার ভিত্তিক দক্ষতার প্রশিক্ষণ একান্ত জরুরী—যে দক্ষতার মাধ্যমে সমবেত বা এককভাবে সমবায়ী সদস্যরা নিজেদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে ইকমার্ড ২০১৮ সাল থেকে নানাবিধ বৃত্তি ও পরিষেবা নিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে।

সমবায়ের তত্ত্বাবধানে থাকা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলির জন্য প্রশিক্ষণ আমাদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। গোষ্ঠীর সাধারণ মেয়েরা হাতে-কলমে কাজ শিখে যাতে কিছু রোজগার করতে পারে, স্বনির্ভর হতে পারে—সেই লক্ষ্যে সমবায় দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় এ বছর সারা রাজ্য জুড়ে ৫ থেকে ৪৫ দিন ব্যাপী মোট ১৫টি প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। যে বিষয়গুলির ওপর এবছর প্রশিক্ষণ হয়েছে সেগুলি হল সেলাই শিক্ষা, বিউটিসিয়ান বা রূপচর্চা, হাতে তৈরি পাটজাত দ্রব্য উৎপাদন, কেক ও চকলেট তৈরি ও পোল্ট্রি ফার্মিং।

২০২৩ সালেই প্রথম ইকমার্ড থেকে অনুষ্ঠিত হয়েছে সমবায়ের সাধারণ সদস্যদের জন্য পৃথক দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ। উত্তরবঙ্গের ৪টি চা-বাগান কর্মীদের নিজস্ব সমবায়গুলিতে সদস্যদের জন্য মোট ৪টি সেলাই শিক্ষা শিবির আয়োজিত হয়েছে।

প্রতিটি শিবিরেই প্রশিক্ষক, মেশিনারি ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন ইকমার্ডের প্যানেলভুক্ত দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ এজেন্সি ও ট্রেনাররা। শুধুমাত্র দক্ষতাভিত্তিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে ২০২০ সালে আবেদন ও সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে ইকমার্ড এই প্যানেলটি গঠন করে।

আগামীর ভাবনা :

ভারতের পূর্বাঞ্চলের সব থেকে প্রাচীন ও নাবার্ড স্বীকৃত এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আগামীদিনে স্বাবলম্বনের পথে চলার জন্য পদক্ষেপ শুরু করেছে। শুধুমাত্র সরকারি আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করে নয়—সমবায় ও সাধারণ ছাত্রদের জন্য ইকমার্ডের উদ্যোগে স্বল্পমূল্যে বিবিধ কোর্স চালু করার ভাবনা চিন্তাও চলছে। হেলথ কেয়ার, প্যারা নার্সিং, বিভিন্ন ধরণের টেকনিসিয়ান প্রভৃতি যে কোর্সগুলি চাকরিভিত্তিক না হয়ে বেকার ছেলেমেয়েদের স্বনির্ভর হতে সাহায্য করবে—সেইরকম কোর্স শুরু করার ব্যাপারে ইতিমধ্যেই ভাবনা-চিন্তা শুরু হয়েছে।

ICMARD
ইকমার্ড
WBSCARDB
[The Institute of Cooperative Management for Agriculture & Rural Development]
উল্টোডাঙ্গা, কলকাতা
ওয়েবস্কার্ড ব্যাঙ্ক লিমিটেডের একটি রাজ্যস্তরের সমবায় প্রশিক্ষণ সংস্থা
আপনার সমবায়ের প্রয়োজন আমাদের দায়িত্ব
যেকোনো ধরনের প্রশিক্ষণ, প্রকল্প, পরিকল্পনা ও কনসালটেন্সি পরিষেবার জন্য যোগাযোগ করুন
অধ্যক্ষ, ইকমার্ড
Email : icmard.traning@gmail.com | Mobile : +91 94756 41742 / +91 96749 95849
(শর্ত সাপেক্ষে মূল্য প্রযোজ্য)

'SAMABAY KOTHA' : Quarterly Bulletin published & owned by Institute of Cooperative Management for Agriculture & Rural Development (ICMARD)
Block-14/2,C.I.T. Scheme-VIII (M), Ultadanga, Kolkata-700 067,Email : icmard.training@gmail.com & Printed by ACME Enterprise, Kolkata-700 009
Chief Editor : Bibek Sen, Principal, Addl. RCS, Executive Editor : Md. Inasuddin, Faculty Member (Ex. Addl. RCS)
Assistant Editor : Sanchari Mitra, Faculty Member (AGM)
Contact : 8637093638, 9674995849, Email : samabaykotha@gmail.com
Website : www.icmard.org